হাঙ্গেরির সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পর্যালোচনা

এই প্রবন্ধটিতে কমরেড ঘোষ ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান দমনের প্রয়োজনে হাঙ্গেরি সরকারের অনুরোধে ওয়ারশ চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েট নেতৃত্ব কর্তৃক সৈন্য প্রেরণের কাজকে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সমর্থন করার সাথে সাথে বিপ্লবের আট বছর পরও কী কী দুর্বলতার জন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটা সম্ভব হল, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পূর্ব ইউরোপের জনগণতান্ত্রিক দেশগুলি বিশেষ করিয়া হাঙ্গেরির সাম্প্রতিককালের ঘটনাবলী সারা দুনিয়ায় কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্টবিরোধী সকল অংশের মানুষের মধ্যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। হাঙ্গেরির ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কমিউনিজম ও সোভিয়েট ইউনিয়নের শত্রুরা দেশে দেশে আর একবার সোভিয়েট বিরোধী কুৎসা প্রচারে মাতিয়াছে। এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল মহলের কথা ছাড়িয়া দিলেও যাহারা সোভিয়েট ইউনিয়নের এতদিন পর্যন্ত সমর্থক ছিল, তাহাদের মধ্যেও পূর্ব ইউরোপের বর্তমান ঘটনাবলী কমিউনিজমের আদর্শ ও লক্ষ্য এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে নানা সংশয় সৃষ্টি করিয়াছে। বুর্জোয়া প্রেস ও তাহাদের দালালরা এই সংশয়কে দৃঢ়তর করিবার সর্বপ্রকার প্রয়াস করিতেছে। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের একটি অংশের মধ্যেও এই ঘটনা সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূমিকা সম্পর্কে নানান বিভ্রান্তিকর ধারণার সৃষ্টি করিতেছে। এবং সোভিয়েটের ভাবমূর্তিকে দুনিয়ার লোকচক্ষুর সামনে সাময়িকভাবে হইলেও অনেকাংশে খর্ব করিয়াছে সন্দেহ নাই। ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের এশিয়া ও আফ্রিকার জাগ্রত জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার আন্দোলনকে জোর করিয়া দমন করিবার চেষ্টা ও সর্বোপরি আর একটি বিশ্বযুদ্ধ বাধাইবার সর্বপ্রকার ফন্দিফিকিরের বিরুদ্ধে শান্তির শিবির ও তার নেতা হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তার পররাষ্ট্রনীতি যখন দুনিয়ার শান্তিকামী ও শোষিত জনসাধারণের একমাত্র আশা-ভরসার স্থল — ঠিক সেই সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি ও নেতৃত্বের চরিত্র ও ভূমিকা সম্বন্ধে জনগণের বিশেষ করিয়া তথাকথিত মার্কসবাদী ও কমিউনিস্টদের এই সংশয় আজ দুনিয়ার শান্তি আন্দোলনকে অনেকাংশে দুর্বল করিয়া ফেলিতে পারে বলিয়াই হাঙ্গেরির সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও ইহাতে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্বন্ধে সঠিক বিচার বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

অন্ধ অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া হাঙ্গেরির ঘটনাবলীকে একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলে একটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িবে। যে আন্দোলন ইমরে নাগীকে ক্ষমতায় পুনরধিষ্ঠিত করিবার জন্য কমিউনিস্টদের অভ্যন্তরে মতভেদের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে রূপ পরিগ্রহ করে, সেই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় ;এবং তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে সোভিয়েট সৈন্যের অপসারণ, ওয়ারশ চুক্তি রদ, দেশের অর্থনীতিকে গড়িয়া তুলিবার জন্য সোভিয়েট ও আমেরিকার হাত হইতে সমানভাবে সাহায্য গ্রহণ এবং হাঙ্গেরিকে জোট নিরপেক্ষ দেশ বলিয়া ঘোষণা করার মত শ্রমিক আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী স্লোগান উত্থিত হইতে থাকে। নাগী সরকারকে ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক এই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের কাছে নতিস্বীকার করিতে দেখা যায়। এসব জানা সত্ত্বেও নাগী সরকারের অনুরোধে সোভিয়েট ইউনিয়ন তার সৈন্যবাহিনী হাঙ্গেরি হইতে অপসারিত করিয়া লইতে সম্মত হয় ও সোভিয়েট সৈন্য হাঙ্গেরি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে থাকে। ইতিমধ্যে নাগী সরকার প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদীদের কাছে নতিস্বীকার করার দরুন অধিকাংশ কমিউনিস্টরা, যাহারা এই প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের খপ্পরে পড়ে নাই (তাহাদের নিজেদের ভুলত্রুটি যাহাই থাকুক না কেন), তাহারা বিপ্লবী জনসাধারণের সহায়তায় জানোস কাদারকে প্রধানমন্ত্রী করিয়া নূতন সরকার গঠন করে (যাহার অধিকাংশ সদস্যই পুরানো সরকার হইতে লওয়া হয়)। এই নূতন সরকার ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তৎক্ষণাৎ সোভিয়েট বাহিনীকে পুনরায় প্রতিবিপ্লব দমন করিয়া শান্তি স্থাপন ও বহু কষ্টে অর্জিত জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা রক্ষা করিতে আহ্বান জানায়। আইনসম্মত ও ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত এই নূতন সরকারের আহ্বানে হাঙ্গেরির অভ্যন্তরে শান্তি স্থাপনের দায়িত্ব ওয়ারশ চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েট ইউনিয়ন অস্বীকার করিতে পারে না। কাজেই সোভিয়েট-এর এই ভূমিকাকে যাহারা পরদেশ আক্রমণ বলিয়া সোভিয়েটবিরোধী কুৎসা রটনায় ব্যাপৃত, তাহারা হয় ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, না হয় জানিয়া শুনিয়া ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালালি করিতেছে। ইহা ছাড়াও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নানা দেশে মার্কসবাদী ও কমিউনিস্ট বলিয়া কথিত একদল লোকের

মনে যে সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ আমাদের মনে হয় দুইটি।

প্রথমত, 'পিপ্‌ল্‌' কথাটির প্রতি অর্থহীন মোহ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাব। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিষয়ে কর্তৃত্ব করার মনোভাবের (যদি ইহা বাস্তবে আদৌ সত্য হইয়া থাকে) বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন বা সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা বা সোভিয়েট বিরোধী জিগিরকে সমর্থন করা ও উৎসাহ দেওয়া যে এক কথা নয়, তাহা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হওয়া। অপর কোন কমিউনিস্ট পার্টি, তা সে যেই হউক না কেন, তাহার কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে লড়াই ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে যান্ত্রিক সম্পর্কের পরিবর্তে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার জন্যই অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কিন্তু কমিউনিস্ট হিসাবে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরোধিতা ও সোভিয়েট বিদ্বেষকে সমর্থন করা শ্রমিক আন্তর্জাতিকতাবাদের তথা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল নীতি বিরোধী এবং তাহা অমার্জনীয় অপরাধ।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও একটি প্রশ্ন থাকিয়াই যায় যে, সাত আট বছর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হইবার পরও হাঙ্গেরিতে প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী ভাবধারা কী করিয়া এতটা প্রবল হইয়া দেখা দিল ? সুতরাং, এই ঘটনার সাথে জড়িত মূল প্রশ্নগুলির সমাধান করার বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যদি যেকোন উপায়ে বর্তমান সমস্যার হাত হইতে তড়িঘড়ি রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করা হয়, তবে ভবিষ্যতে একই বিপদের আশঙ্কা থাকিবে এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যকার সম্পর্কের একই ধরণের অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনাও থাকিয়া যাইবে। বিংশতি কংগ্রেসের রিপোর্টের উপর আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি বিংশতি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের যে বিশেষ দিকটির প্রতি বাহিরের দেশগুলির কমিউনিস্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল আজ তাহার পুনরাবৃত্তি করা দরকার বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা দেখাইয়াছিলাম যে, কমরেড স্ট্যালিনের দোষত্রুটি দেখাইতে গিয়া ও তাহার বিরোধিতা করিতে গিয়া লেনিনবাদের দোহাই দিয়া 'সমাজতন্ত্রে পৌঁছাইবার বিভিন্ন পদ্ধতি' সম্পর্কে লেনিনবাদী তত্ত্বকে কার্যত সংস্কারবাদী-জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ফলে সংস্কারবাদী-জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হইয়া পড়া অনেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষেই অসম্ভব নয়। এবং 'ডিটো' মারার বর্তমান অভ্যাসের বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসাবে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও কাজকে কোন না কোন অজুহাতে বিরোধিতা করা ও তথাকথিত 'স্বাধীন' কার্যকলাপের উগ্র ঝোঁক এইসব কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে দেখা দিলেও আমরা আশ্চর্য হইব না। কারণ, অন্ধ গুরুবাদ যা আজও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে পূর্বের মতই প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, এই ঝোঁক তাহারই অবশ্যম্ভাবী উল্টো পরিণতি।

বলকান রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণের যে জাতীয়তাবোধ বহুদিন যাবৎ জারের রাশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ ও শাসনের দাপটে চাপা পড়িয়াছিল গত যুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মানির পরাজয় ও রেড আর্মির সহায়তায় এইসব দেশগুলিতে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বহুদিনকার পুঞ্জীভূত ও অবরুদ্ধ সেই জাতীয়তাবোধও আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক ও সহজ পথ পাইল। এই সমস্ত দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যেও বহুলাংশে এই উগ্র জাতীয়তাবোধের প্রভাব দেখা গেল। উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রোলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধী হইলেও পূর্ব ইউরোপের এই দেশগুলির কমিউনিস্টদের অনেক নেতা এই ভাবধারার প্রভাব হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে পারেন নাই। টিটোর নেতৃত্বে পৃথক বলকান ফেডারেশন গঠনের দাবি সাম্যবাদী আন্দোলনে এই উগ্র জাতীয়তাবাদের খাদ হিসাবে মিশিয়া থাকার অতি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কমরেড স্ট্যালিনের জীবদ্দশায় তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার ফলে প্রোলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধী এই ধরনের উগ্র জাতীয়তাবোধ পার্টির ভিতরে ও বাহিরে স্তিমিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ব্যক্তিপূজাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নামে কমরেড স্ট্যালিনের যেভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে তাহাতে দুনিয়ার চোখে শুধুমাত্র কমরেড স্ট্যালিনকেই হেয় প্রতিপন্ন করা হয় নাই, ইহার সাথে সাথে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সম্মানকেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করিয়া পূর্ব ইউরোপের জনসাধারণ ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কাছে যথেষ্ট খর্ব করা হইয়াছে। উপরন্তু, কমিউনিস্ট লীগ অব যুগোশ্লাভিয়া ও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির টিটোপন্থী কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে পূর্ব মনোভাব পরিবর্তনের ফলে এবং ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বের দ্বারা 'সমাজতন্ত্রে পৌঁছাইবার বিভিন্ন পদ্ধতি' সম্পর্কে

লেনিনবাদী তত্ত্বের সংস্কারবাদী জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যার দরুণ — যে উগ্র জাতীয়তাবাদকে এতদিন তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম চালাইয়া স্তিমিত করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহাই দ্বিগুণ আক্রোশে সোভিয়েটবিরোধী বিক্ষোভের রূপে ফাটিয়া পড়ে। যে কমরেড স্ট্যালিনকে প্রতিক্রিয়াশীলদের কঠোর হস্তে দমনের প্রশ্নে আমলাতান্ত্রিক বলিয়া ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব প্রবল নিন্দা করিয়াছেন — সেই ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বকে কিন্তু আজ হাঙ্গেরির প্রতিক্রিয়াশীলদের দমনের ব্যাপারে স্ট্যালিন অপেক্ষা শতগুণ কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইতেছে।

আমরা আমাদের পুরানো বক্তব্যের পুনরুক্তি করিয়া এই আবেদনই সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট বন্ধুদের কাছে করিব যে, মুখে ব্যক্তিপূজাবাদের ধ্বংস করিতে হইবে বলিলেই দায়িত্ব শেষ হইয়া যায় না। মনে রাখা দরকার, ব্যক্তিপূজাবাদ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের চিন্তাপদ্ধতিতে নানাভাবে আজও প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। বিভিন্ন রূপে অন্ধ গুরুবাদের নানা প্রভাব কমিউনিস্টদের চিন্তাপদ্ধতিতে ছাইয়া রহিয়াছে। ইহা কার্যত একরকম 'সিস্টেম অব থট'-এ পরিণত হইয়াছে। কমিউনিস্টদের সম্পর্কের মধ্যে যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, 'ডিটো' দেওয়া বা বিরোধিতা করা এই ধরনের কোন সহজ রাস্তাতেই তাহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে না। সোভিয়েটবিরোধী বর্তমান প্রবণতার মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদ বা টিটোবাদের যে প্রভাব প্রতিফলিত হইতেছে, তাহা বাস্তবে অন্ধ গুরুবাদের বিপরীত প্রতিক্রিয়া। এখন সময় থাকিতে আমরা কমিউনিস্টরা যদি সমবেত প্রচেষ্টায় তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম চালাইয়া অন্ধ গুরুবাদ ও সংস্কারবাদী জাতীয়তাবাদী ভাবধারার হাত হইতে কমিউনিস্ট চিন্তাপদ্ধতি ও আন্দোলনকে মুক্ত করিয়া প্রোলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতাবাদের পতাকা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিতে না পারি তো আমাদের কমিউনিস্টদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বর্তমান জটিলতা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাইবে।

প্রথম প্রকাশ ঃ
১৫ নভেম্বর, ১৯৫৬ গণদাবীর নভেম্বর বিপ্লব বিশেষ সংখ্যায়